ভেজালের বংশধর

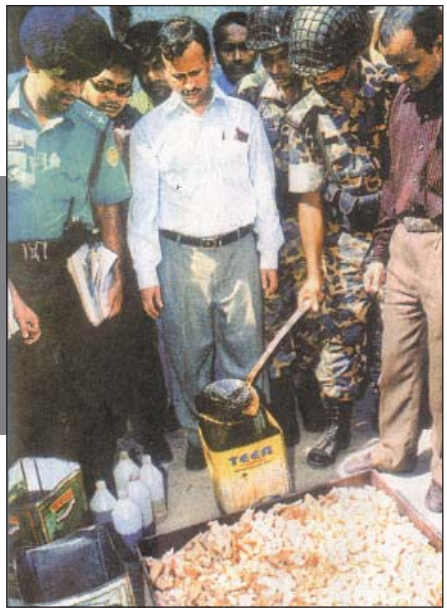

আহসান কবির

ফাস্টফুড শপ থেকে যে ছেলেটি প্রায় নিয়মিত চকলেট মিল্ক কিনতো, গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তার একদিন গরুর দুধ দোয়ানোর দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য হলো। ছেলেটিকে খাঁটি দুধ খেতেও দেয়া হলো। অঘটনটা ঘটলো তারপর। টয়লেটে দৌড়াদৌড়ি শুরু হয়ে গেল। উপায় একটাই। 'হাজার শিশুর জীবন বাঁচায়- ওরস্যালাইন'। ছেলেটিকে স্যালাইন খেতে দেবার পর সেটাও কাজ করলো না। অগত্যা শহরে ফেরা এবং হাসপাতালে ভর্তি।

পরে জানা গেল 'ওরস্যালাইনেই' ভেজাল ছিল। কিন্তু তার আগে? খাঁটি দুধ ছেলেটি হজমই করতে পারেনি! বাংলাদেশে বসবাস করা কোটি কোটি মানুষের নিয়তি এখন এমনই। বছরের পর বছর ধরে ভেজাল খাবারের ইনপুট এমনভাবে শরীরে জেঁকে বসেছে যে খাঁটি কিছু আর সহ্য হয় না। তাই দুধে বুড়িগঙ্গার দূষিত পানি মিশিয়ে বিক্রি করার সময় হাতেনাতে ধরা পড়ার পর দুধ বিক্রেতা অবলীলায় বলতে পারে, 'আমি তো দুধে পানি মিশাই না, পানিতে দুধ মিশাই। দুধ মনে কইরা পানি খান। শরীর মজবুত থাকবো!'

এভাবেই কি বদলে যাচ্ছে অসহিষ্ণু মানুষের মূল্যবোধ? তাই কি এখন গরুর মাংস মনে করে মহিষের মাংস খাওয়াটাই আমরা নিয়তি হিসেবে মেনে নিচ্ছি? আর পাবলিক এভাবেই মেনে নেবে মনে করে কি ভেজাল খাদ্য বিক্রেতারা দাপটের সঙ্গে ধর্মঘটে নামে? তারা গলাকাটা দাম নেবে ঠিকই, আবার ভেজালও খাওয়াবে। তবু তাদের কিছুই বলা যাবে না? ভেজাল খাবারের মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষকে 'স্লো পয়জনিং' করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়া ব্যবসায়ীদের ধর্মঘটকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছেন ব্যবসায়ীকুল শিরোমণি (???) আবদুল আউয়াল মিন্টু! একদা এরশাদের সঙ্গে সখ্য গড়ে ব্যবসায় দারুণভাবে প্রতিষ্ঠা পাওয়া এবং পরবর্তীকালে ফ্রিগেট কেলেঙ্কারি থেকে বাঁচতে আওয়ামী লীগ থেকে বিএনপিতে যোগদানকারী এই ব্যবসায়ীকূল শিরোমণিকে কী নামে ডাকা যায়? ভেজাল মানুষ??

এভাবে কি বেঁচে থাকা চলে?

ইরাকে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এক আমেরিকান সেনা কর্মকর্তা। তার হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট করতে হবে। আমেরিকান সেনাদের গুলিতে সদ্য নিহত এক ইরাকির হৃদয় বসিয়ে দেয়া হলো ঐ আমেরিকান সেনা কর্মকর্তার বুকে। সেরে ওঠার পর দেখা গেলো ঐ সেনা অফিসার আমেরিকার বিরোধিতা করছে কথায় কথায়। এমনকি ইরাকিদের প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দেয়ার কথাও মনে হয়েছে তার। আমেরিকান ঐ সেনা কর্মকর্তাকে পাঠানো হলো মনোবিজ্ঞানীদের কাছে। মনোবিজ্ঞানীরা জানালেন, তার হৃদয়টাতে ভেজাল ঢুকে গেছে।

সে যাই হোক, ভেজাল এখন সর্বত্র। বড় বটগাছকে বনসাই করে টবে বিক্রি করা হচ্ছে। অর্থাৎ ভেজাল এখন গাছে। থাই রূপচাঁদা বলে বাজারে যে মাছ বিক্রি হচ্ছে তা আসলে রাক্ষুসে মাছ পিরানহা। সুতরাং ভেজাল এখন মাছে। ফলন বাড়াতে এমন কিছু সার ব্যবহার করা হচ্ছে মাটিতে, যাতে করে মাটির দীর্ঘস্থায়ী উর্বরাশক্তিতে ঘুণ ধরছে। তাই ভেজাল এখন চাষে। খাসির মাংসের কথা বলে ভেড়া বা বকরির মাংস পাবলিককে গছিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাই ভেজাল যেমন খাসিতে, তেমন ভেজাল ফাঁসিতেও। ফাঁসিতে আসামির দন্ড মওকুফ করে দেয়া হচ্ছে। ভেজাল খাদ্যের মতো ভেজাল নেতায় ছেয়ে যাচ্ছে দেশ।

আসলে ভেজাল এমনভাবে গ্রাস করেছে খাদ্যদ্রব্যকে, মানুষ আসল বা খাঁটির স্বাদই ভুলে গেছে। হয়তো আপেল দেখে আপনার পছন্দ হলো। স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার আঙুলে লাগলো রঙের ছোঁয়া। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকানোর মতো কলা থেকে শুরু করে সবগুলো ফলে মেশানো হয় বিষাক্ত কেমিক্যাল। আপনার পাকস্থলি ছিদ্র করে দিতে যা যথেষ্ট। পাকা ফল দেখলে আগে লোভ হতো। এখন ভয়ও হয়। বাঙালির হাসির গল্পে আছে, একদিন ঘি খাবার পর বাঙালি সেটা প্রচার করতো, হাতে তুড়ি বাজছে না বলে মানুষকে জানাতো- 'দাদা এখনো হাতে লেগে রয়েছে গো দাদা।' সেই ঘিতেও ভেজাল। বিষাক্ত পাউডার আর রঙ দিয়ে বাজারে ছাড়া হতো ঘি। সঙ্গে পচে যাওয়া, ডেট এক্সপায়ার হয়ে যাওয়া মাল তো আছেই। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার ফোর্স নিয়ে গিয়ে পুরনো ঢাকার ঘি পট্টির এসব ভেজাল ঘি ড্রেনে ফেলে দিয়েছেন। একইভাবে নিশ্চয় এখনো বানানো হচ্ছে! সেগুলো ড্রেনে ফেলবে কে? নাকি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব যতো টাকা জরিমানা করেছেন, সেটা সুদে-আসলে তুলে নিতে ব্যবসায়ীরা আরো বেশি ভেজাল দিতে থাকবেন?

হয়তো বাসায় মেহমান এসেছে। আপনি ছুটে গেলেন মাছের বাজারে। ছবিতে যেমন দেখা যায় তার চেয়েও বেশি রুপালি ইলিশে আপনার চোখ আটকে গেল। শ' পাঁচেক টাকা খরচ করে কিনলেনও। পরে জানলেন মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত বরফ, চা-পাতা আর স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর ফরমানিন দিয়ে রাখা হয় মাছ। চকচকে দেখায়। হয়তো মেহমানের জন্য আরো কষ্ট করে কিনে নিয়ে গেলেন শুঁটকি। খেলেনও খুব মজা করে। পরে জানলেন বিষাক্ত ডিডিটি পাউডার ব্যবহার করে শুঁটকি সংরক্ষণ করা হয়। সবকিছু হজম হয়ে যায়, বছরের পর বছর ধরে শরীরের ভেতর চলতে থাকে

ডিডিটির বিষক্রিয়া। মাংসেও দেয়া হয় বিষাক্ত রঙ। ভাবা যায়? বছরের পর বছর ধরে এসব আমাদের খেতে বাধ্য করা হয়েছে। আমি, আপনি কেউ হয়তো জানিই না যে আমাদের কিডনিটা আর ভালো নেই। ভেজাল খাদ্যদ্রব্য আমাদের পাকস্থলিকে ফুটো করে রেখে গেছে। হয়তো জানবো একদিন। বিশাল টাকা খরচ হবে কিন্তু ততক্ষণে আর জানে পানি থাকবে না।

আমার ভালোবাসাতে ভেজাল ছিল না...

বদলে যাচ্ছে অনেক কিছু। মধুতে চিনির সিরাপ, মুড়িতে ইউরিয়া সার, লবণে সাগরের বালু, ফলের জুসে বিষাক্ত রঙ ও ফ্লেভার মেশানো এখন নিয়মিত ঘটনা। খেলে এসবই খেতে হবে আপনাকে। হয়তো বিজ্ঞাপনে মুগ্ধ হবার পর অনেক বেশি পয়সা খরচ করে। আর তাই একটি বিখ্যাত নাটকের ডায়ালগ এমন (এক বন্ধু আরেক বন্ধুকে) : দোস্ত চালের সঙ্গে কাঁকর না মেশালে হয় না? বন্ধুর উত্তর ছিল- আরে ওটা তো সামাজিক কর্তব্য। কিন্তু বন্ধুর পাল্টা প্রশ্ন ছিল- তুই যে সিমেন্টের সঙ্গে বালু মেশাস? কোটি কোটি শিশু খাচ্ছে যে গুঁড়ো দুধ, তাতে যে ভেজাল দিস, সেটা? তখন উত্তর মেলে- ওটার নাম দেশপ্রেম!

দারুণভাবে ভেজাল শব্দটাও জড়িয়ে গেছে আমাদের জীবনের সঙ্গে। বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে দেখলেন প্রচুর খাবার-দাবারের আয়োজন। ভালোবেসেই হয়তো তখন বলে ফেলবেন- কি রে এতো ভেজাল করতেছিস কেন? হয়তো এই ভেজালের মানে অন্য। ছিনতাইকারী যখন বলে- যা আছে দিয়া দেন কোনো ভেজাল কইরেন না, তখন বুঝতে হবে যা আছে তা না দিলে জানটা ছিনতাইকারীর হাতেই খুইয়ে আসতে হবে। শিক্ষক যদি বলেন- আমি দুই মিনিট পরে আসছি, এ সময়ে কেউ ভেজাল করবা না। তখন বুঝতে হবে, কেউ যদি গন্ডগোল করে তাহলে শিক্ষকের বেতে জীবনও চলে যেতে পারে। এখন রাস্তাঘাটে অনেকেই বলে- ঐ মিঞা ভেজাল কইরেন না, র‍্যাব আছে কিন্তু। ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ভেজাল এভাবেই জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। খাদ্যদ্রব্য কিংবা জীবনের এতো সব ভেজাল দূর করতে হয়তো হাজারো ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা র‍্যাবকে সম্ভবত জীবনভর অভিযান চালিয়ে যেতে হবে। তবু যদি ভেজাল কমে আসতো!

অনেকেই বলতেন, আলো কিংবা চাঁদের মায়াবী প্রভাব, সমুদ্রের হাতছানি অথবা মায়ের স্নেহ- এসবে কোনো ভেজাল ছিল না কখনো। সত্যি কি তাই? এ দেশের আবহাওয়া এখন কেমন? যখন গরম পড়ে মানুষের নাভিশ্বাস। খরা লাগে ফসলের জমিতে। যখন বৃষ্টি হয়, ডুবে যায় ঢাকা শহর। বন্যা দেখা দেয়, সমুদ্র এনে দিতে পারে জলোচ্ছ্বাস। আর মায়ের স্নেহ? হিট একটা বাংলা গান এমন- 'না কাঁদিলে দুধ দেয় না রে/ সন্তানেরই মায়/ মিছে আশায় ভালোবাসায়/ কাইন্দা জনম যায়!'

আর বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে যুবক-যুবতীরা নির্ভেজাল যে জিনিসটা পেতে চায় সেটা প্রেম-ভালোবাসা। সেটাও কি নির্ভেজাল? তাহলে গানের কথা কেন এমন- 'ভালোবাসার বাগান দিলাম তুই দিলি অনল/ বাগানের ফুল কাইন্দা মরে সেই ফুল তুই লইলি না/ আমার ভালোবাসাতে ভেজাল ছিল না...'

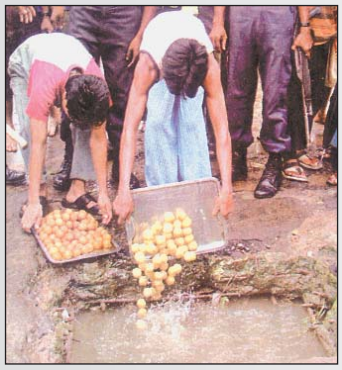

আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় এক আমেরিকান সৈনিকের নিম্নাঙ্গ মাইনের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। হাসপাতালে ডাক্তাররা প্রাণান্তকর চেষ্টা করে তাকে বাঁচালেন। সৈনিকের হিসি করতে যাতে কোনো কষ্ট না হয় সে জন্য ডাক্তাররা কুকুরের সাহায্য নিলেন। বেঁচে যাওয়া সেই সৈনিকের সঙ্গে অনেক দিন পর এক ডাক্তারের দেখা। ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'কোনো অসুবিধা?' সৈনিকের উত্তর, 'না তেমন কোনো অসুবিধা নাই। তবে হিসি করার সময় বাম পা-টা একটু ভেজাল করে। আনমনে উঁচু হয়ে যায়'

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বিভিন্ন বিষয়ে হাজারো কৌতুক পাওয়া যায় ইন্টারনেটে। সবচেয়ে কম কৌতুক আছে ভেজাল নিয়ে। কৌতুকটি আমেরিকা-ভিয়েতনাম যুদ্ধের সময় পয়দা হয়েছিল। এক আমেরিকান সৈনিকের নিম্নাঙ্গ মাইনের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো। হাসপাতালে ডাক্তাররা প্রাণান্তকর চেষ্টা করে তাকে বাঁচালেন। সৈনিকের হিসি করতে যাতে কোনো কষ্ট না হয় সে জন্য ডাক্তাররা কুকুরের সাহায্য নিলেন।

বেঁচে যাওয়া সেই সৈনিকের সঙ্গে অনেক দিন পর এক ডাক্তারের দেখা। ডাক্তার জানতে চাইলেন, 'কোনো অসুবিধা?' সৈনিকের উত্তর, 'না তেমন কোনো অসুবিধা নাই। তবে হিসি করার সময় বাম পা-টা একটু ভেজাল করে। আনমনে উঁচু হয়ে যায়।'

পুনশ্চ : পৃথিবীর কোথাও এখন ভেজাল নেই। এমনকি আফ্রিকার অনেক পশ্চাৎপদ, বর্বর দেশেও ভেজাল জিনিসটা নেই। যা আছে সব বাংলাদেশে। তাই আফ্রিকায় দুর্ভিক্ষ হলে মানুষ না খেয়ে মরে। বাংলাদেশে খেয়ে মরে মানুষ। বাংলাদেশের মতো এতো পেটের পীড়া কিংবা কিডনি রোগী নাকি পৃথিবীর অন্য কোথাও নেই!

kmunad02@yahoo.com

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্রমিতালীতে ইচ্ছুক ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং- ৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

এই পোড়া শহরে আমার সব স্বপ্নগুলো পুড়েছে একে একে, আমার আছে এখন সাদাকালো দিন আর অজানা ভবিষ্যৎ। তাই ব্যস্ততম ছিন্ন-ভিন্ন এভিনিউর মোড়ে দিনের অসম্ভব চিৎকারে চতুর ব্যবসায়ীর মতো বিকিয়ে দেব আমার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণা, কষ্টগুলো- যে এইসব ভালোবাসে তার কাছে। ২০ উর্ধ্ব কোনো রমণীর প্রতি বন্ধুত্বের আমন্ত্রণ রইলো। - বিজ্ঞাপনদাতা, বক্স নং-৩৪৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল- dbcl2000@yahoo.com.

***

আমাকে চমৎকার একটি সুন্দর জীবন দাও, বিনিময়ে আমি দেব আমার সর্বস্ব। - বিজ্ঞাপনদাতা, বক্স নং-৩৪৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০। ই-মেইল- dbcr2005@yahoo.com.